স্বাগতম

ভূরুঙ্গামারী উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
ও
ভেটেরিনারি হাসপাতাল।

ডাঃ মোছাঃ শামীমা আক্তার

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা

ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।

ভূরুঙ্গামারী উপজেলার সাধারণ তথ্য

উপজেলার আয়তন:

- ৯১.২২ বর্গমাইল।
- ২৩১.৭০ বর্গ কিলোমিটার।
- ৫৮,৩৮১.২০ একর।

ভৌগলিক অবস্থান:

- পশ্চিমে ভারতের কুচবিহার জেলার দিনহাটা থানা।
- উত্তরে ভারতের কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ থানা।
- পূর্বে ভারতের ধুবরী জেলার গোলকগঞ্জ থানা।
- দক্ষিনে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানা।

ইউনিয়নের সংখ্যা: ১০টি

- ভূরুঙ্গামারী সদর
- জয়মনিরহাট
- আন্ধারিঝাড়
- পাইকেরছড়া
- বঙ্গসোনাহাট
- বঙ্গসোনাহাট
- বলদিয়া
- চর ভূরুঙ্গামারী
- তিলাই
- শিলখূড়ী
- পাথরডুবী।

জনসংখ¨া সংক্রান্ত তথ¨াবলী

(২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)

মোট জনসংখ¨া: ২,৩১৫৩৮ ।

- পুরুষ: ১,১৩,৫০২ জন।
- মহিলা: ১,১৮,০৩৬ জন।
- মুসলিম: ২,২৭,৫৭৪ জন।
- হিন্দু: ৩,৯৪৫ জন।
- বৌ×: ১১ জন।
- খ্রিষ্টান: ৫ জন।
- অন¨ান¨: ৩ জন।

যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্য

সড়ক/ব্রীজ/কালভার্টঃ

- মোট সড়ক পথ- ৪১৭.৯৭ কিঃমিঃ
- পাঁকা রাস্তা- ৮২.৫৬ কিঃমিঃ
- কাঁচা রাস্তা- ৩৩৫.৪১ কিঃমিঃ
- ব্রীজ ও কালভার্টের সংখ্যা- ৩৫০টি

নদীঃ

- মোট নদী- ০৪টি।
  (১) দুধকুমর।
  (২) ফুলকুমর।
  (৩) কালজানী।
  (৪) গদাধর।

সড়ক পথঃ

জেলা সদর হতে ভূরুঙ্গামারীর দুরত (সড়ক পথে)- ৪০ কিঃমিঃ

জেলা সদর হতে সোনাহাট স্থলবন্দরের দুরত্ব (সড়ক পথে)- ৫২ কিঃমিঃ

উপজেলা সদর হতে সোনাহাট স্থলবন্দরের দুরত্ব (সড়ক পথে)-১২ কিঃমিঃ

জেলা সদর হতে প্রস্তাবিত সীমান্ত হাটের দুরত্ব (সড়ক পথে)- ০৩কিঃমিঃ

ভূরুঙ্গামারী হতে ঢাকার দুরত্ব (সড়ক পথে)- ৩৯৩ কিঃমিঃ

নদী পথঃ

সারা বৎসরব¨াপি নৌপথ- ৩৫ কিঃমিঃ

বর্ষার সময় নৌপথ- ১১৫ কিঃমিঃ

নামকরণ ও পরিচিতিঃ

- প্রাচীনকালে ভূরুঙ্গামারী একটি নদীবহুল এলাকা ছিল। এখানকার সবগুলো নদীই খরস্রোতা ছিল। এ অঞ্চলে প্রবাহিত নদীগুলো বার বার তাদের গতিপথ পরিবর্তন করেছে। নদীর পরিত্যক্ত গতিপথ থেকে বিল ও পুকুর সদৃশ কুরা সৃষ্টি হয়েছে। এখানকার প্রায় সবগুলো বিল এবং পুকুর মাছ চাষের উপযোগী। 'মাছে ভাতে বাঙালি' এ প্রবাদটি ভূরুঙ্গামারীর অধিবাসীদের কাছে এখনো সত্য। এক সময় ভূরুঙ্গামারী রুই মাছের জন্য বিখ্যাত ছিল। ভূরুঙ্গা মাছের প্রাচুর্য থেকে এই অঞ্চলের নামকরণ করা হয়েছে ভূরুঙ্গামারী। লোকজন দল বেধে মাছ মারতে যাওয়ার সময় একে অপরকে আহ্বান করত 'চল ভূরুঙ্গা মারতে যাই'। এভাবে ভূরুঙ্গামারী নামটি প্রচলিত হয়েছে।
- ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পূর্বে ভূরুঙ্গামারী কোচ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ভূরুঙ্গামারী-সোনাহাট রোডটি মিলিটারী রোড নামে পরিচিত। কথিত আছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার সৈন্য চলাচলের জন্য রাস্তাটি তৈরি করেন। রাস্তাটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসামের মনিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।এই রাস্তাটি বাগভান্ডার বিডিআর ক্যাম্পের পাশ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ১৯১৫ সালের পূর্বে ভূরুঙ্গামারী নাগেশ্বরী থানার অধীনে ছিল। এ সময় ভূরুঙ্গামারীতে ফুলকুমার নামে একটি পুলিশ ফাঁড়ি ছিল। ১৯১৫ সালে ভূরুঙ্গামারী পৃথক থানা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে ফুলকুমার নামক পুলিশ ফাঁড়িটি থানা সদরে স্থানান্তরিত হয়। ভূরুঙ্গামারীকে ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে মানউন্নীত থানা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বঙ্গসোনাহাট বিডিআর ক্যাম্পের পূর্ব দক্ষিণ দিকে একটি পুরোনো তালগাছ এখনো অতীতের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে আছে। এই তালগাছের পাশে ১৯৪০ সালে বাহারবন্দ পরগণার জমিদার শ্রীশ চন্দ্র নন্দীর নায়েব রমেশ চন্দ্রের উদ্যোগে সোনাহাটে একটি এম.ই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে সেটি সোনাহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। দেশ বিভক্তির পর স্কুলটি মিলিটারী সড়কের দক্ষিণ দিকে স্থানান্তরিত করা হয়।বর্তমানে এই স্কুলের পশ্চিম পাশে বসেছে সোনাহাট বাজার।
- সোনাহাট রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন স্থানে পাশাপাশি দু'টি সিনেমা হল ছিল। দু'টি হলের মধ্যে একটি ছিল শ্রীশ চন্দ্র নন্দীর এবং অন্যটি ছিল আসামের গৌরিপুরের জমিদারের। দুর্গা পুজা উপলক্ষে সোনাহাটে মেলা অনুষ্ঠিত হত। মেলায় সার্কাস এবং যাত্রাগানসহ বিভিন্ন রকমের বিনোদনের ব্যবস্থা থাকত। মেলা কতদিন স্থায়ী হবে এ নিয়ে দুই জমিদারের মধ্যে প্রতিযোগিতা হত।
- বর্তমানে ভূরুঙ্গামারী শহর ১৯৬৬ সালে দেওয়ানের খামার নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্তান আমলে এখানে একটি তাঁতি পাড়া ছিল। তাঁতির লুঙ্গি, গামছা এসব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করত। ১৯৬৭ সালে তৎকালীন সার্কেল অফিসার গাজী আতিকুল হকের উদ্যোগে ভূরুঙ্গামারী ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মহতি উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহায়তা করেছিলেন শামছুল হক চৌধুরী, ভূরুঙ্গামারী থানার ইউনিয়ন পরিষদ

প্রিয় ভূরুঙ্গামারী

ভূরুঙ্গামারী বাস-ষ্টান্ড গোল চত্তরে অবস্থিত বিজয়গাথা স্মৃতি সৌধ।

ভূরুঙ্গামারী উপজেলার দর্শনীয় স্থান ও পুরাকীর্তি

পাথরডুবী ইউনিয়নের ঢ্যাবডেবি সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের সাহেবগঞ্জ বাজার দৃশ্যমান।

ভুরুঙ্গামারী সদর ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত পীরস্থান। প্রায় ১একর পরিমাণ জমি পীরস্থান নামে সি.এস খতিয়ানে উল্লেখ আছে।

পাথরডুবী ইউনিয়নে বাঁশজানী স্কুল সংলগ্ন পুরাতন বট গাছ।

পীরস্থানের ভিতরে নিয়মিত পরিচ্ছন্ন কাজ চলে।

সোনাহাট ব্রীজঃ

দুধকুমর নদীর উপর ১৯০০ সালে নির্মিত লোহার ব্রীজ, যেটি ভূরুঙ্গামারী উপজেলার বঙ্গসোনাহাট ইউনিয়নে অবস্থিত। এই ব্রীজ দিয়েই সোনাহাট স্থল বন্দরের পণ¨ আনা-নেওয়া করা হয়।

সোনাহাট ব্রীজ

সোনাহাট স্থলবন্দর

সোনাহাট স্থলবন্দর কুড়িগ্রাম জেলাধীন ভূরুঙ্গামারী উপজেলার বঙ্গসোনাহাট ইউনিয়নে অবস্থিত। ২০১৮ সালের জুন মাসে এই স্থলবন্দরটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধরন করা হয়। বর্তমানে এই বন্দর দিয়ে পাথর ও কয়লা আমদানি করা হয়। এছাড়াও গুটিকয়েক পণ¨ আমদানি-রপ্তানি হয়। আগামীতে ইমিগ্রেশন চালু হওয়ার ক্ষেত্রে আলোচনা চলছে।

সোনাহাট স্থলবন্দর

সোনাহাট স্থলবন্দর

সোনাহাট স্থলবন্দরে পাথর ভাঙ্গার কাজ চলছে।

"জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস-২০২৩"
উপলক্ষে
নিবিড় প্রাণিসেবা কার্যক্রম

প্রদর্শনী প্লট
অধিক উৎপাদনশীল উন্নতজাতের ঘাস চাষ
Joy
Aug 7, 2023 6:15

“পুষ্টি, কর্মসংস্থান ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে প্রয়োজন প্রাণিসম্পদের বহুমুখী উন্নয়ন”

ধন্যবাদ সকলকে